বিগত পাঁচবছরের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

2001

1. Compare and contrast the Character of Rajvahana and chandravarma as you find your Text Rajvahana

Ans.— মহাকবি দন্ডিবিরচিত দশকুমার চরিতান্তর্গত রাজবাহনচরিতম্ নামক পাঠ্যাংশে রাজবাহন ও চন্ডবর্মার চরিত্র নায়ক ও প্রতিনায়কের চরিত্র রূপে বিচিত্র হয়েছে। পাশাপাশি সহাবস্থানের মত দন্ডীর রাজবাহন চরিতে রাজবাহন ও চন্ডবর্মার অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

রাজবাহন ঃ— মহারাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন হলেন সর্বগুণান্বিত এক মহান পুরুষ বিশেষ। সমস্ত সদ্‌গুণ তথা শুভশক্তির আধার স্বরূপ রাজবাহন। মহর্ষিবামদেব রাজহংসকে রাজবাহন সম্পর্কে বলেছেন, 'ভূবল্ল ভ ! ভবদীয় মনোরথ ফলমিব সমৃদ্ধলাবণ্যং তারুণ্যং নুতমিত্রো ভবৎপুত্রোঽনুভবতি,' অর্থাৎ আপনার অভিলষিত ফলস্বরূপ মিত্রপ্রিয় পুত্র পরম সৌন্দর্যময় যৌবন অনুভব করছে। এরদ্বারা রাজবাহনের একটি গুণোৎকর্ষ পরিস্ফুট যে, তিনি আবাল্য মিত্রপ্রিয়। মিত্রগুপ্তাদি নজন কুমারের সঙ্গে তাঁর কোনরূপ রক্ত-সম্পর্ক বা আত্মীয়তা সম্পর্ক না থাকলেও সকলের প্রতি তাঁর সৌহার্দ্যই সকলকে তাঁর বশীভূত করেছিল। বামদেব তাঁর সম্পর্কে আর একটি কথা বলেছেন, 'সকলক্লেশ সহঃ অর্থাৎ সমস্ত প্রকার কষ্টসহিষ্ণু। রাজবাহনের এই কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বন্দীদশা কালে।

রাজবাহন যেমন উদার, কষ্টসহিষ্ণু তেমনই ছিলেন ধৈর্যশীল। তাঁর ধীরতার ফলেই তাঁর শরীরে এক দিব্য প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ধীরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে যখন তিনি পূর্বজন্মের অভিশাপের ফলে শৃঙ্খলিত হয়ে শত্রুর আয়ত্তীভূত হয়েছিলেন, তখন অবন্তিসুন্দরীসহ সমস্ত অন্তঃপুরিকারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে অস্থির ভাবে কাঁদতে থাকলেও তিনি 'স্বাভাবধীর সর্বপৌরুষভূমিঃ সহিষ্ণুতৈক প্রতিক্রিয়াং দেবীমেব তামাপদমবধার্য "স্মর তস্যা হংসগামিনি হংসকথায়াঃ সহস্ববাসু মাসদ্বয়ম্"— ইতি প্রাণ পরিত্যাগিনীং প্রাণসমাং সমাশ্বাস্যারিবশ্যতামযাসীৎ'— স্বভাবশান্ত সকল পৌরুষের আধার রাজকুমার ঐ দৈববিপদের প্রতিকার একমাত্র সহিষ্ণুতা নিশ্চয় করে 'মরালগামিনি বালিকে ! সেই হাঁসের কাহিনী মনে কর, দুমাস বিরহদুঃখ সহ্য কর' বলে প্রাণত্যাগোদ্যতা প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে আশ্বাস দিয়ে নিজে শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এভাবে পরম কষ্টসহিষ্ণুতা ও অসীম ধৈর্যশীলতায় সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে রাজবাহন অভীষ্টলাভে কৃতকার্য হয়েছেন।

Scanned by CamScanner

রাজবাহন ছিলেন অসাধারণ শক্তি ও বীরত্বের অধিকারী। তাঁর একটি উক্তি দ্বারাই প্রমাণিত হয় যে, তিনি তাঁর শক্তিমত্তা তথা বীরত্বের প্রতি পূর্ণমাত্রায় আস্থাশীল ছিলেন। চন্ডবর্মার নিহত হওয়ার সংবাদ পেয়ে তিনি চন্ডপোতে চড়ে সেই চন্ডবর্মনিহন্তা বীরকে আহ্বান করে বলেছেন, 'যেনৈতন্মানুষমাত্র দুষ্কর মহৎকর্মানুষ্ঠিতম্। আগচ্ছতু ময়া সহৈনং মত্তহস্তিনমারোহতু। অভয়ং মদুপকণ্ঠবর্তিনো দেবদানবৈরপি বিগৃহ্যতাস্য"।—যিনি সাধারণ মানুষের দুঃসাধ্য কাজ সম্পন্ন করেছেন, তিনি আসুন, আমার কাছে থেকে দেবতা-দানবদের সঙ্গে যুদ্ধ করলেও ভয় নাই। এরূপ আত্মবিশ্বাস, দৃঢ়তা এবং সর্বজনশরণ্যতা রাজবাহনের চরিত্রের লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য।

তিনি যেমন পিতার হৃতসম্মান উদ্ধারের জন্য বীরবিক্রমে সকল বিপদের সম্মুখীন হয়ে অদর্শ পুত্রের ভূমিকা পালন করেছেন, অনুরূপ পত্নীরূপে গৃহীতা নারীর প্রতি বিপদের মধ্যেও সহানুভূতি প্রদর্শন করে তাঁকে জীবন ধারণ করতে শিক্ষা দিয়ে আদর্শ স্বামীর ভূমিকাও পালন করেছেন।

তিনি যেমন অসাধারন ধীর, বীর, পরাক্রমী ছিলেন তেমনি ছিলেন প্রেমময়- পুরুষ, আত্মীয়, অনাত্মীয়, মিত্র, পরিজন, স্ত্রী সকলের প্রতি ছিল তাঁর গভীর প্রেম। এই সুগভীর প্রেমের তাগিদে তিনি নানাবিধ বিপদের সম্মুখীন হয়েছেন।

সুতরাং রাজবাহন ছিলেন কাব্যের যথার্থ ধীরোদাত্ত নায়ক। তাঁর মধ্যে ধীরোদাত্ত নায়কোচিত প্রতিটি গুণ পূর্ণমাত্রায় প্রকটিত হয়েছে।

চন্ডবর্মা ঃ— চন্ডবর্মার চরিত্রটি রাজবাহনের সম্পূর্ণ বিপরীত। খলতা, শঠতা দুশ্চরিত্রতা, হিংসা, ক্রোধ—সমস্ত আসুরী স্বভাবগুলির পূর্ণ প্রকাশ ঘটেছে চন্ডবর্মার চরিত্রে। তার ঘৃণ্য খলতা ও শঠতার জন্য সে তার আশ্রয়দাতা মানসারের বিরুদ্ধাচরণ করতেও কুণ্ঠিত হয় না। তার প্রতিহিংসা পরায়ণতার দুটি উজ্জ্বল নিদর্শন পাওয়া যায়।

যেমন প্রথমতঃ তার ভ্রাতা দারুবর্মা নিজেয় দুশ্চরিত্রতার জন্যই পুষ্পোদ্ভবের হাতে নিহত হয়ে ছিল। সেই প্রতিহিংসা বশতঃ পুষ্পোদ্ভবের মিত্র বলে রাজবাহনকে হত্যা করার জন্য কৃতসঙ্কল্প হয়েছিল।

দ্বিতীয়তঃ অঙ্গরাজ সিংহবর্মা তাঁর কন্যা অম্বালিকাকে চন্ডবর্মার সঙ্গে বিবাহ দিতে সম্মত না হওয়ায় সে প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে সিংহবর্মার রাজত্ব আক্রমণ করতে দ্বিধা করে নি।

চন্ডবর্মার দুশ্চরিত্রতা অত্যন্ত নিন্দনীয়। নারী মাত্রই তার উপভোগ্যা। এমনকি যে অবন্তিসুন্দরী তার ভগিনীস্থানীয়া তার প্রতিও তার কামদিগ্ধ দৃষ্টি ছিল। তার প্রমাণ তার উক্তি—'কথমত্রৈনমনুরক্তা মাদৃশেষ্বপি পুরুষসিংহেষু সাবমানা পাপেয়মবন্তিসুন্দরী"।—কি করে পাপিষ্ঠা অবন্তিসুন্দরী আমার মত পুরুষ সিংহকে অবজ্ঞা করে এই ব্যক্তির প্রতি অনুরক্তা হলো।

Scanned by CamScanner

রাজবাহনের প্রতি তার আচরণই বুঝিয়ে দেয় যে তার নৃশংসতা হিংস্র পশুকেও হার মানায়।

সুতরাং চন্ডবর্মার চরিত্রটিকে কবি এমনভাবে নির্মাণ করেছেন যে, যার মধ্যে কোনও সদগুণের লেশমাত্র নাই। এককথায় বলা যায় চন্ডবর্মা হলো একটি মূর্তিমান অশুভ বা সমস্ত দোষের একটি জীবন্ত বিগ্রহ।

Q. 2. Explain :

অদ্যমে মনসি তমোপহন্ত্রয়া দত্তো জ্ঞানপ্রদীপঃ

Ans:- [৪ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য]

3. Short Question :

'শ্রুত্বাতু ভুবনবৃত্তান্তমুত্তমাঙ্গনা'—Who is উত্তমাঙ্গনা? What was her reaction after learning to the stories told by Rajavahana.

Ans. (4 নং প্রশ্নোত্তর।)

4. Who is কীর্তিসার by whom and for what offence he was sent to jail ?

কীর্তিসার হলেন মালবাধিপতি মানসারের কনিষ্ঠ পুত্র তথা দর্পসার ও অবন্তিসুন্দরীর কনিষ্ঠ ভ্রাতা।

অবন্তিসুন্দরীর সাথে রাজবাহনের মিলনে কীর্তিসার সহযোগিতা করেছে এই সন্দেহক্রমে তৎকালীন মালবের রাজা দর্পসার কৈলাসে তপস্যায় রত থাকায় তার ভারপ্রাপ্ত চণ্ডবর্মাকে আদেশ করেছিল, অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে কীর্তিসারকে বেঁধে কারাগারে আটকে রাখতে।

C. Give the meaning of the স্তম্বেরমঃ and কুলপাংসনী

স্তম্বেরম ঃ— স্তম্বেরম শব্দটির অর্থ হস্তী। এটি একটি যোগরূঢ় শব্দ। কারণ স্তম্বে রমতে ইতি স্তম্বেরম। স্তম্ব শব্দের অর্থ তৃণগুল্ম। সুতরাং গোমহিষাদি তৃনগুল্মভোজী প্রাণিমাত্রই স্তম্বেরম। কিন্তু তা না বুঝিয়ে কেবল হস্তীকেই বুঝায়।

কুলপাংসনী ঃ— কুলপাংসনী শব্দের অর্থ যে নারী কুল অর্থাৎ বংশকে কলঙ্কিত করে অর্থাৎ কুলকলঙ্কিনী। এখানে চন্ডবর্মা রাজকন্যা অবন্তিসুন্দীকে এই বিশেষণ দিয়ে ভর্ৎসনা করেছে।

2002

Q 1. Estimate the place of Dandin as a writer of prose Romance.

Ans. সাহিত্যে কাব্যকে দৃশ্য ও শ্রব্য নামে দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়েছে। দৃশ্য-কাব্য— যাকে আমরা চলিত কথায় নাটক বলি। যদিও নাটক দৃশ্যকাব্যের একটি

Scanned by CamScanner

ভেদ মাত্র। অপর কাব্য হলো শ্রব্যকাব্য। শ্রব্যকাব্যই গদ্যকাব্য ও পদ্যকাব্য ভেদে দ্বিবিধ। সাহিত্যের ইতিহাস আলোচনা করলেও দেখা যায়, আগে পদ্য পরে গদ্য রচিতহয়েছে।

সংস্কৃত সাহিত্যেও ঋক্ বা পদ্য সমূহের প্রকাশ ঋগ্বেদে। যজুঃ অর্থাৎ গদ্যনিচয়ের সংগ্রহ যজুর্বেদ। প্রথম গদ্যের প্রকাশ বেদের মন্ত্রভাগে সামান্য। তারপর ব্রাহ্মণে, আরণ্যকে ও উপনিষদে গদ্য রচনা পাই। মহাভারতেও গদ্য-রচনা পাওয়া যায়। যাস্কের নিরুক্ত এবং নানাপ্রকার সূত্র এবং পতঞ্জলির মহাভাষ্যও গদ্যে রচিত।

এই সমস্ত গদ্য থেকে পরবর্ত্তী গদ্যকাব্যের গদ্যের বিলক্ষণ ভেদ আছে। গদ্যকাব্য-সাহিত্যে গদ্যের মধ্যে থাকে অলংকারের পারিপাট্য, দীর্ঘ সমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার এবং ব্যক্তি, প্রকৃতি প্রভৃতি বর্ণনার খুঁটিনাটি। গদ্যকবি বাণভট্ট যেমন কাদম্বরীর আখ্যানভাগকে গৌণ করে বর্ণনাকেই মুখ্য করে তুলেছেন। আখ্যানভাগ যেন সকলের অলক্ষ্যে শ্লথগতিতে অগ্রসর হয়েছে।

গদ্যকাব্য রচয়িতা দণ্ডী কিন্তু তাঁর 'দশকুমারচরিতে' রচনারীতির প্রয়োগে অত্যন্ত সংযম দেখিয়েছেন। দশকুমারচরিতের কাহিনী অপেক্ষাকৃত সরল এবং বর্ণনার বাহুল্য- বর্জিত।

গদ্যকাব্য রচনারীতিতে দণ্ডী অপ্রতিদ্বন্দ্বীরূপে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তাঁর রচনা বর্ণময় অথচ বাহুল্যমুক্ত, সহজ ভাষা ও বর্ণনার সারল্যে ভরপুর।

Winternitz মহোদয়ের মত এখানে প্রণিধান যোগ্য—

In respect of language Dandin shows himself as a master of the Kavyastyle overludened with embellishment that of course alternate with simple language of the plain narrator.

History of Indian Literature

দশকুমারচরিত এক অদ্ভুত রসপ্রধান কাব্য, চৌর্যাবিদ্যা। রমণীহরণ, গুপ্তপ্রণয়, দূতিকাপ্রেরণ প্রভৃতি সমাজের অনেক তমসাবৃত দিক তিনি এই কাব্যে উন্মোচিত করেছেন। এইজন্য প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য উভয় দিকের পণ্ডিত-সমালোচকের দ্বারা তিনি নিন্দিত হয়েছেন। কিন্তু সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র মৃচ্ছকটিক নাটক বাদ দিলে সাধারণ মানুষের জীবন একমাত্র দশকুমারচরিতেই প্রতিফলিত হয়েছে। পাশ্চাত্য পণ্ডিত M. Winternitz মহাশয় দশকুমারচরিত সম্পর্কে বলেছেন—

"The Dasakumaracarita is of great interest for Cultural history. In particular we get an insight into the life and activities of inworthy people, rogues, buffoons, thieves, gamblers and harlots."

দণ্ডীর রচনার দোষগুলি হল যে, তাঁর শব্দবিন্যাস ও বাক্যরীতি অর্থবোধকে স্থানে স্থানে দুরুহ করে তুলেছে। বাক্য পদের দ্বারা এমনভাবে আচ্ছন্ন হয়েছে যে, বিষয়ের প্রকাশ পাওয়া কষ্টসাধ্য হয়ে উঠেছে। অনেক জায়গায় বাক্যের কর্তৃপদ

Scanned by CamScanner

বাক্যে প্রযুক্ত না হওয়ায়, পূর্ববর্তী বাক্য থেকে তাকে কল্পনা করে নিতে হয়।

তথাপি সজীব চিত্রময় বর্ণনায় বাস্তবধর্মিতায় ললিতমধুর পদবিন্যাসে কাহিনীর মৌলিকতা ও সকলশ্রেণীর চরিত্র-চিত্রণের পারদর্শিতায় দশকুমার চরিতে দণ্ডীর অপ্রতিদ্বন্দ্বিত্ব প্রতিপন্ন হয়।

S. K. De মহাশয় তাঁর A History of Sanskrit Literature গ্রন্থে বলেছেন "..... He is successful in further developing lively elements of the popular late, to which he judiciously applies the literary polish and sensibility of the kavya; but the one is never allowed to overpower the other.

গুণাঢ্যের বৃহৎকথার কিছু কিছু অংশের সঙ্গে দণ্ডীর সাযুজ্য লক্ষিত হয়, কিন্তু তাতে দণ্ডীর মৌলিকতার হানি ঘটে না।

দণ্ডীর রচনাশৈলী বলতে তাঁর সকল রচনারই মূল্যায়নের প্রশ্ন ওঠে, তবে আমাদের প্রধান উপজীব্য 'দশকুমারচরিত'। কারণ প্রথমতঃ কাব্যাদর্শ গ্রন্থটি কাব্যপর্যায়ভুক্ত নয়, আর তৃতীয় রচনা কেউ বলেন 'অবন্তিসুন্দরী কথা' কেউ বলেন 'ছন্দোবিচিতি'। তবে দশকুমারচরিতটি যে দণ্ডীর রচনা—এ বিষয়ে কারও কোন সংশয় বা সন্দেহ নাই। এ কথাও উল্লেখ্য যে, 'দশকুমারচরিত' একটিমাত্র গ্রন্থই সাহিত্যিকরূপে দণ্ডীকে চিরন্তনতার মর্যাদা দেওয়ার পক্ষে যথেষ্ট। একক দশকুমারের মাধ্যমেই দণ্ডীর কবিখ্যাতি বিস্ময়কর প্রসারলাভ করেছিল। তার প্রমাণ—**'কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী কবির্দণ্ডী ন সংশয়ঃ'** ইত্যাদি উক্তি। কোন কোন সমালোচক 'নৈষধে পদলালিত্যং'—এই প্রসিদ্ধ উক্তিকে পরিবর্তন করে বলেছেন, **'দণ্ডিনঃ পদলালিত্যং'। গঙ্গাদেবী তাঁর 'মধুরাবিজয়'** কাব্যে দণ্ডীর রচনাকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করেছেন—'আচার্যদণ্ডিনো বাচমাচান্তামৃতসংপদাম্....'।

একটি কিংবদন্তিতে কবি হিসাবে বাল্মীকি ও ব্যাসের পরেই দণ্ডীর নাম উল্লেখ করে বলা হ'য়েছে—

জাতে জগতি বল্মীকৌ কবিরিত্যভিধাভবৎ।
কবী ইতি ততো ব্যাসে কবয়স্ত্বয়ি দণ্ডিনি।।

সুতরাং স্বভাবতই এখানে দণ্ডীর সেই সমস্ত বিশেষ গুণগুলি উল্লেখ করতে হয়, যার বলে তিনি জনচিত্তকে জয় করে ব্যাস-বাল্মীকির সঙ্গে একাসনে বসার বিশিষ্টতা লাভ করেছিলেন।

কথাটি অতিরঞ্জন হলেও এ-সাক্ষ্য বহন করে যে, এককালে দণ্ডীর রচনশৈলীর যথেষ্ট জনপ্রিয়তা ছিল।

2. Describe fully how Rajvahana was set free from the clutches of chandravarman.

Ans. রাজবাহন ঐন্দ্রজালিক বিদ্যেশ্বরের সহায়তায় প্রিয়তমা অবন্তিসুন্দরীর

Scanned by CamScanner

সঙ্গে মিলিত হয়ে চতুর্দশভুবনের বৃত্তান্ত সম্পর্কিত সুখালাপ করতে করতে ঘুমিয়ে পড়ে দুজনেই স্বপ্নের মধ্যে মৃণাল সূত্রে পা বাঁধা অবস্থায় একটি বৃদ্ধ হাঁসকে দেখে দুজনে জেগে উঠে দেখলেন রাজবাহনের পা দুটি রূপার শিকলে বাঁধা আছে। রাজকন্যা ভয় পেয়ে আর্তস্বরে চীৎকার করে কাঁদতে রইলেন। তাঁর কান্না শুনে অন্তঃপুরের সকলে রাজকন্যায় ঘরে উপহিত হলো। তারা সেখানে গিয়ে রাজবাহনকে ঐ অবস্থায় দেখে শাস্তি দেওয়ার ইচ্ছা থাকলেও তাঁর প্রভাবেই ক্ষান্ত হয়ে প্রভু চন্ডবর্মাকে জানাল।

চন্ডবর্মা সংবাদ পেয়েই রাগের সঙ্গে এসে অগ্নিদৃষ্টিতে দেখেই চিনতে পারল যে, সে তার ভ্রাতার মৃত্যুর কারণস্বরূপা বালচন্দ্রিকার স্বামী বিদেশী বণিকপুত্র পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু। তাই সেই মুহূর্তে অবন্তি সুন্দরীকে কুলকলঙ্কিনী বলে তিরস্কার করে প্রচন্ড রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে কঠিন হাতে রাজবাহনের হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে গেল।

রাজবাহনকে হত্যা করাই ছিল চন্ডবর্মার একান্ত কাম্য। কিন্তু বৃদ্ধ মহারাজ মানসার ও তাঁর মহিষী প্রাণবিসর্জনের ভয় দেখিয়ে তাঁর প্রাণরক্ষা করলেন, তবে তাঁদের তখন প্রভুত্ব না থাকায় মুক্ত করতে পারলেন না। চন্ডবর্মা তখন রাজবাহনকে বন্যপশুর মত কাঠের খাঁচায় আটকে রেখে কৈলাস পর্বতে তপস্যারত দর্পসারকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে তার আদেশের অপেক্ষায় রইল।

এরমধ্যেই আবার চন্ডবর্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্মার বিরুদ্ধে যুদ্ধযাত্রার আয়োজন করল। কারণ চন্ডবর্মা পূর্বে সিংহবর্মার কন্যাকে বিবাহ করার যে প্রস্তাব দিয়েছিল, তা সিংহবর্মা প্রত্যাখান করেছিলেন। ঐ অপমানের প্রতিশোধ নিতে অঙ্গরাজ্যের উদ্দেশে যুদ্ধযাত্রা করল। ঐ যুদ্ধযাত্রার সময় কারও উপর বিশ্বাস না থাকায় পিঞ্জরাবদ্ধ রাজবাহনকে সে সঙ্গে নিল। সিংহবর্মা যুদ্ধে পরাস্ত হয়ে চন্ডবর্মার হাতে বন্দী হলেন। এবং সেই দিন রাত্রির শেষেই চন্ডবর্মা অম্বালিকাকে বিয়ে করবে বলে স্থির করল।

এদিকে কৈলাস পর্বত থেকে দর্পসারের আদেশ নিয়ে এনজন্থ ফিরে এসে জানাল যে, দর্পসার আদেশ করেছেন যে, শীঘ্রই দুরাত্মা রাজবাহনের বিচিত্র বধের সংবাদ যেন জানান হয়। সেই আদেশ পাওয়া মাত্র চন্ডবর্মার নির্দেশে রাজবাহনকে চন্ডপোত নামে একটি প্রসিদ্ধ মদমত্ত হাতীর সাহায্যে মারার জন্য শৃঙ্খলিত অবস্থায় রাজবাড়ীর আঙ্গিনায় উপস্থিত করা হলো এবং চন্ডপোতকেও আনা হলো। সেই মুহূর্তেই রাজবাহনের পা থেকে রূপার শিকলটি আপনা হতেই খুলে গেল এবং শিকলটি একটি অপ্সরার রূপ ধারণ করে বলল যে, রাজবাহন যেন দয়া করে তার দিকে কৃপাদৃষ্টিপাত করেন। সে প্রকৃত পক্ষে সোমরশ্মি নামক গন্ধর্বের মেয়ে ;নাম

Scanned by CamScanner

সুরতমঞ্জরী। একদিন আকাশপথে যাওয়ার সময় তারগলার হারটি ছিঁড়ে স্নানরত মহর্ষি মার্কন্ডেয়ের মাথায় পড়ে। তাতে তিনি অসন্তুষ্ট হয়ে তাকে ধাতুতে পরিণত হওয়ার অভিশাপ দেন। পরে অনুনয় বিনয় করার পর তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেন যে, সে শিকলরূপে দুমাস রাজবাহনের পায়ে বাঁধন হয়ে থাকার পর মুক্তি লাভ করবে। সেই অভিশাপে শিকল হওয়ার পর তাকে পান ইক্ষ্বাকুবংশীয় কোবানের পৌত্র তথা মানসবেগের পুত্র বীরশেখর নামে এক বিদ্যাধর। বীরশেখর আবার বিদ্যাধর চক্রবর্তী নরবাহনদত্তকে পারস্ত করার জন্য তপস্যারত দর্পসারের সঙ্গে বন্ধুত্ব করেন। দর্পসার মিত্রতার সাক্ষ্যস্বরূপ ভগিনী অবন্তি সুন্দরীকে দেবেন বলে প্রতিশ্রুতি দেন। একদিন রাত্রিতেবীরশেখর অবন্তিসুন্দরীকে দেখার ইচ্ছায় অদৃশ্যভাবে অবন্তিসুন্দরীর অন্তঃপুরে যান। সেদিনই অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের সঙ্গে মিলিত হয়ে চতুর্দশভুবনের বৃত্তান্তশুনে প্রেমানুরাগে বিহ্বলা হয়ে রাজবাহনের বুকে নিদ্রা যাচ্ছিলেন। সেই অবস্থায় অবন্তিসুন্দরীকে দেখে রাগে কিছুনা করতে পেরে কুড়িয়ে পাওয়া শিকলটি রাজবাহনের পায়ে বেঁধে দিয়ে আসেন। তারপর ঐ ঘটনার দিনই দুমাস পূর্ণ হওয়ায় সুরতমঞ্জরীর শাপমুক্তি ঘটে আবার রাজবাহনের পূর্বজন্মে প্রাপ্ত অভিশাপও ছিল দুমাস কাল পা বাঁধা অবস্থায় থাকবে। অতএব উভয়ের শাপমুক্তির ফলে রাজবাহন চন্ডবর্মার অবরোধ থেকে মুক্তি পেয়েছিলেন।

এই দিনটি হলো সেই দিন—যেদিন চন্ডবর্মা রাজবাহনকে চন্ডপোতের দ্বারা নৃশংসভাবে হত্যা করায় জন্য উপস্থিত করে নিজেই অপহারবর্মার হাতে নিষ্ঠুর নখররাঘাতে নিহত হয়েছিল।

Q.3.Explain. 'পাপে তজস্ব লোহজাতিত্বম্ অজাতচৈতন্যাসতী।'

Ans. বাংলা ব্যাখ্যা আলোচ্য উক্তিটি মহাকবি দন্ডিবিরচিত 'দশকুমার চরিতম্' গদ্যকাব্যের মূলঅংশের 'রাজবাহন চরিতম্' নামক প্রথমোচ্ছ্বাস হতে গৃহীত।

চন্ডবর্মার আদেশে অঙ্গরাজের রাজবাড়ীর অঙ্গিনায় মত্তহস্তী চণ্ডপোতের সামনে শৃঙ্খলিত রাজবাহনকে উপস্থিত করার মুহূর্তে রাজবাহনের চরণলগ্ন রজত শৃঙ্খল হঠাৎ এক সুরসুন্দরীর রূপ ধারণ করে রাজবাহনের নিকট কৃতঞ্জলি হয়ে তাঁর রজতশৃঙ্খল রূপধারণ এবং রাজবাহনের চরণের বন্ধন হয়ে থাকার বৃত্তান্ত বলার সময় মহর্ষি মার্কন্ডেয়ের এই অভিশাপ-বাণীটি এখানে উল্লেখ করেছেন।

রাজবাহনের অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে মিলনের রাত্রিতে ঘুমন্ত অবস্থায় যে পাদুটি রূপার শিকলে বাঁধা পড়ল তার পিছনে আছে দুটি অভিশাপ। প্রথমতঃ রাজবাহন পূর্বজন্মে রাজা শাম্বরূপে এক রাজহংসরূপী মহর্ষির পা বেঁধে অভিশপ্ত হয়েছিলেন যে, তিনি আগামী জন্মে দুমাসকাল ঐরূপ পা বাঁধা অবস্থায় বিরহদুঃখ ভোগকরবে।

Scanned by CamScanner

আর দ্বিতীয় অভিশাপ কাহিনী হলো সোমরশ্মি নামক গন্ধর্বের কন্যা সুরতমঞ্জরী যখন আকাশ পথে যাচ্ছিল তখন তাঁর গলার হারটি ছিঁড়ে স্নানরত মহর্ষি মার্কণ্ডের মাথায় পড়ায় তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে অভিশাপ দিলেন,—পাপিষ্ঠে। চেতনাহীন হয়ে ধাতুর অবস্থা প্রাপ্ত হও অর্থাৎ ধাতুময়ী হও শেষে মহর্ষি তারও শাপের অবসান সম্পর্কে নির্দেশ করেছিলেন যে, রাজবাহনের পায়ে দুমাস কাল বাঁধন রূপে থাকার পর তার মুক্তি হবে। সেই দুমাসের শেষে দুজনের দুটি শাপের শেষ দিনে সুরতমঞ্জরী তার দুঃসময় শেষ হওয়ার কাহিনী শোনাল।

এর থেকে সূচিত হয় যে, রাজবাহনের সকল দুর্দৈব নষ্ট হলো। এবার তিনি ক্রমাভ্যুদয়ের ফলে রাজচক্রবর্তী পদে উন্নীত হবেন। গতজন্মে রাজা শাম্বকে মহর্ষি শেষে সন্তুষ্ট হয়ে এরূপ আশীর্বাদই করেছিলেন যে, দুমাস কাল বন্ধন ও বিরহের যন্ত্রণা ভোগের পর তিনি বহুকাল যাবৎ প্রিয়ার সঙ্গে সুখে রাজ্যভোগ করবেন।

অতএব সেই অভিশপ্ত দুমাস অতিবাহিত হলো। সুরতমঞ্জরীর বৃত্তান্ত থেকে রাজবাহনের অভ্যুদয়ের কাল সূচিত হলো।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা :— মহাকবি দন্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতমিত্যাখ্যস্য গদ্যকাব্যস্য 'রাজবাহনচরিতম্' শীর্ষকাৎ প্রথমোচ্ছ্বাসাদ গৃহীতেয়মুক্তিঃ।

রাজবাহনস্য চরণপদ্মলগ্নং রজতশৃঙ্খলং যদৃচ্ছয়া সুরসুন্দরী রূপমাস্থায় কৃতাঞ্জলিঃসতী আত্মনোবিকার তায়াঃ রাজবাহনস্য চরণলগ্নতায়াশ্চ বৃত্তান্তংজ্ঞাপয়িতুং সবিশেষং কথনাবসরে মহর্ষে র্মার্কণ্ডেয়স্য অভিশাপবাণীমিমাহ।

পাপে রে দুরাচারে অজাতচৈতন্যা অপ্রাপ্তচেতনা সতী লোহজাতিং ধাতুত্বং ভজস্ব প্রতিপদ্যস্ব ইতি।

অবন্তিসুন্দর্যা সহ রাজবাহসা মিলনরাত্রৌ নিদ্রিতস্য তস্য চরণাব্জযুগলং রজতশৃঙ্খল নিগড়িত মাসীৎ। এতস্য কারণম্ অভিশাপ দ্বয়ম্।

প্রথমোঽভিশাপঃ— রাজবাহনঃ পূর্বজন্মনি রাজা শাম্ব আসীৎ। তদৈকদা পদ্মসরোবরে বিহরন্ কৌতুকাদ্ মরালরূপিনঃ কস্যাচিন্ মহর্ষেঃ পাদদ্বয়ং মৃণালসূত্রেন ববন্ধ। তস্য শাপাদ্ ইহজন্মনি মাসদ্বয়ং নিগড়িতচরণঃ সন্ বিরহযন্ত্রনাভোগঃ।

দ্বিতীয়ঃশাপঃ— সোমরশ্মিসম্ভবা সুরতমঞ্জরী নাম সুরসুন্দরী একদা যদা গগনমার্গেনাগচ্ছৎ তদা তস্যাঃ কণ্ঠাৎ একা হারযষ্টির্যদৃচ্ছয়া হৈমবতে সরসি মন্দোদকে মগ্নোন্মগ্নস্য মহর্ষের্মার্কণ্ডেয়স্য মস্তকে অপতৎ। তেন স কোপিতঃ শপ্তবান্—'পাপে ভজস্ব লোহজাতিমজাতচৈতন্যা সতী। স পুনঃ প্রসাদ্যমানো রাজবাহনস্যপাদপদ্মদ্বয়স্য মাসদ্বয়মাত্রং সঙ্গানতামেত্য নিস্তারণীয়ামিমামাপদম্ পরিক্ষীণ শক্তিত্বঞ্চ পঞ্চেন্দ্রিয়া- নামকল্পয়ৎ। যস্মিন্ দিবসে চণ্ডবর্মণঃ আজ্ঞয়া চন্ডপোতেন রাজবাহনং হন্তুং চন্ডপোতস্য পুরতঃ শৃঙ্খলিতং রাজবাহনং রক্ষিণঃ

আনীতবান্ তস্মিন্ দিনে পূর্বোক্তং মাসদ্বয়ম্ অতিক্রান্তম্। তেন রাজবাহনস্য জন্মান্তরীয় শাপঃ অপগতঃ। সুরতমঞ্জরী শাপমুক্তা অভবৎ। অতো রাজবাহনস্য দুর্দিনং গতং সুদিনম্ আয়াতম্। তস্য সূচনায়াং দৃশ্যতে যচ্চণ্ডবর্মা রাজবাহনং হন্তুম্ সর্বথা উদ্যুক্তবান্ স এব চণ্ডবর্মা অপহারবর্মণা নিহতঃ রাজবাহনশ্চ মুক্তোঽভবৎ। অতঃ অদ্য প্রভৃতি রাজবাহনস্য অভ্যুদয়ঃ সূচ্যতে। মহর্ষেরভিশাপানন্তরং তস্য আশীর্বচনস্য ফলান্যুৎপদ্যন্তে—"অনেককালংবন্ধনভয়াসহ রাজ্যসুখংলভস্ব' ইতি-ভাবঃ।

Q. 4.White what you know about: দর্পসার, সিংহবর্মা, পুষ্পোদ্ভব, চণ্ডবর্মা।

দর্পসার :

দর্পসার ছিলেন মালবের মহারাজ মানসারের জ্যেষ্ঠ পুত্র। পিতা মানসারের নির্দেশাতেই তিনি মালবের রাজসিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন। দর্পসার তাঁর নামানুসারে যেমন দর্পশালী ছিলেন তেমনি ছিলেন হিংস্র ও লোভী। তাঁর লোভ-দর্পবশতঃ তিনি সমগ্র পৃথিবীর আধিপত্য লাভকরার কামনায় আত্মীয় তথা সমানধর্মা চণ্ডবর্মার উপর রাজ্যভার ন্যস্ত করে শিবের আরাধনা করতে কৈলাসে গিয়েছিলেন। সেই সঙ্গে নিজের একমাত্র ভগিনী অবন্তিসুন্দরী ও কনিষ্ঠভ্রাতা কীর্তিসারকে শৃঙ্খলিত করে কারাগারে নিক্ষেপ করার আদেশ দিয়েছিলেন।

সিংহবর্মা :

সিংহবর্মা ছিলেন অঙ্গরাজ্যের রাজা। অঙ্গরাজ্য বলতে পূর্বভারতের বিহার রাজ্য বা বিহার রাজ্যের ভাগলপুর অঞ্চলকে বুঝায়। ত্রেতাযুগে দশরথমিত্র লোমপাদ এই অঙ্গরাজ্য শাসন করতেন। দ্বাপরে দুর্যোধন তাঁর মিত্রতার নিদর্শন স্বরূপ অঙ্গরাজ্য কর্ণকে দান করেন। এই অঙ্গরাজ্যের রাজধানী ছিল চম্পা নগরী। চম্পানগরীতে থেকে সিংহবর্মা রাজ্যশাসন করতেন বলে তিনি চম্পেশ্বর নামেও অভিহিত ছিলেন। সিংহবর্মা অত্যন্ত পরাক্রমশালী ও অভিমানী রাজা ছিলেন। তাঁর একমাত্র কন্যা অম্বালিকা রমণীকুলের রত্ন হিসাবে কথিতা হতেন। এই কন্যাকে বিবাহ করার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করার ফলেই তাঁর সঙ্গে চণ্ডবর্মার যুদ্ধ হয়।

পুষ্পোদ্ভব :

পুষ্পোদ্ভব হলেন দশকুমারচরিতম্ কাব্যে বর্ণিত দশজন কুমারের অন্যতম। রাজহংসের অন্যতম মন্ত্রী পদ্মোদ্ভবের পুত্র রত্নোদ্ভব হলেন পুষ্পোদ্ভবের পিতা। রত্নোদ্ভব ছিলেন বাণিজ্যনিপুণ। তিনি বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে একসময় কালযবন দ্বীপে গিয়েছিলেন। সেখানেই তিনি এক বণিক কন্যাকে বিবাহ করেন। তারপর কিছুদিন বাদে গর্ভবতী পত্নীকে নিয়ে তিনি নিজের দেশে ফিরে আসছিলেন। সেসময় তাঁর

Scanned by CamScanner

জলযানটি জলে ডুবে গেলে তাঁর স্ত্রী কোনক্রমে রক্ষা পেয়ে এক বনের মধ্যে একটি পুত্র প্রসব করেন। সেই পুত্র যখন ঘটনাক্রমে রাজহংসের নিকট আনীত হ'লো তখন মহারাজ রাজসিংহ শিশুটির পিতার নামানুসারে নামকরণ করেন পুষ্পোদ্ভব। পুষ্পোদ্ভবও ছিলেন বিচিত্রকর্মা তিনি তাঁর প্রজ্ঞা ও ক্ষমতার সাহায্যে চণ্ডবর্মার ভ্রাতা দারুবর্মাকে হত্যা করে অনিন্দ্য সুন্দরী বণিক্‌কন্যা বালচন্দ্রিকাকে বিবাহ করেন। এবং তাঁরই বুদ্ধি চাতুর্যে অবন্তিসুন্দরীর সঙ্গে রাজবাহনের মিলন সম্ভব হয়েছিল।

চণ্ডবর্মা ঃ

Ans. [২০০১-এর প্রশ্নোত্তরাংশে ১ নং প্রশ্নোত্তর দ্রষ্টব্য]

2003

Q. 1. Discuss the value of the Dasakumar Charitam as a prose composition

ভারতীয় সাহিত্যে গদ্যের আবির্ভাব ঘটেছে পদ্যের অনেকপরে। এমনকি পৃথিবীর প্রাচীনতম জ্ঞানভান্ডার বলে পরিগণিত সেই ভারতীয় আদি সাহিত্য ঋগ্বেদও পদ্যে রচিত। তবে বৈদিক যুগেই গদ্যের তেমন বিকাশ না হলেও প্রকাশ ঘটেছে। ঋগ্বেদের ও অথর্ববেদের অনেকখানি করে অংশ জুড়েই গদ্য আছে। তারপর যাস্কের নিরুক্তে, ব্রাহ্মণ সাহিত্যে ও উপনিষৎ সাহিত্যেও গদ্যের নিদর্শন মেলে। ঐগুলির মধ্যে গদ্যে নিবদ্ধ অনেক আখ্যানও আছে। বেদাঙ্গ, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, সায়ণচার্যের বেদভাষ্য, শাংকরভাষ্য, শাবরভাষ্য, মেধাতিথিভাষ্য প্রভৃতিতে বহু গদ্যরচনার নিদর্শন মিললেও এগুলির কোনটিই কাব্যপর্যায়ভুক্ত বলে স্বীকৃতি পায়নি। প্রকৃত পক্ষে গদ্যকাব্য বলতে যা বুঝায় তা পূর্বোক্তগ্রন্থগুলির কোন অংশকেও তার অন্তর্ভুক্ত করা যায় না। এরপর বিতর্কের মধ্যে আসে শিলালেখ গুলির নাম। বিশেষ করে গিরণার প্রশস্তি শিলালেখ, হরিষেন বিরচিত এলাহাবাদ শিলালেখ দুটির মধ্যে অনেক কাব্যগুণ আছে বলে স্বীকার করে নিয়েও এগুলিকে গদ্যকাব্যের মর্যাদা দেওয়া সম্ভব হয়নি।

কারণ এসমস্ত গদ্য থেকে গদ্যকাব্যের গদ্যের বিলক্ষণ ভেদ আছে। গদ্যকাব্য সাহিত্যে গদ্যের মধ্যে থাকে অলংকারের পারিপাট্য, দীর্ঘসমাসবদ্ধ পদের ব্যবহার এবং ব্যক্তি প্রভৃতি বর্ণনার খুটিনাটি।

আবার যতগুলি গদ্যকাব্যের নাম বিভিন্ন জায়গা থেকে পাওয়া যায় সেগুলির প্রায় সবই নামমাত্রে পর্যবসিত হয়েছে। যেমন বাণভট্টের উক্তি থেকে আঢ্যরাজ ও ভট্টার হরিচন্দ্রের নাম গদ্য কাব্য-রচয়িতা হিসাবে পাওয়া যায়। তাছাড়াও বররুচি রচিত 'চারুমতি' সোমিলের 'শূদ্রককথা' শ্রীপালিতের 'তরঙ্গবতী' প্রভৃতির নামই এখন পাওয়া যায়, গ্রন্থগুলি দেখা বা পাঠের সৌভাগ্য বহুকালপূর্ব থেকেই মানুষ বঞ্চিত। উপলব্ধ প্রাচীন গদ্যকাব্য গ্রন্থের সংখ্যা মাত্র চারটি ১) সুবন্ধুর বাসবদত্তা,

Scanned by CamScanner

বাণভট্টের ২) কাদম্বরী ও ৩) হর্ষচরিত এবং দন্ডীর ৪) দশকুমার চরিত।

কাব্য যেমন শ্রব্য ও দৃশ্য ভেদে দুপ্রকার তেমনই আবার গদ্যকেও কথা ও আখ্যায়িকা ভেদে প্রধানতঃ দুপ্রকার বলা যায়। তবে যে দন্ডীর গ্রন্থ নিয়ে এই আলোচনা সেই দন্ডী কথা ও আখ্যায়িকার ভেদ সম্পর্কে পূর্ববর্তী আলঙ্কারিকদের মতকে অস্বীকার করে বলেছেন, 'তৎকথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিসংজ্ঞাদ্বয়াঙ্কিতা'। অর্থাৎ কথাও আখ্যায়িকা—নামমাত্র ভেদ। মুখ্যতঃ তাঁর মতে গদ্য কাব্য হলো 'অপাদ' পদসন্তানো গদ্যম্'। পাদবর্জিত পদসমূহের প্রয়োগই হলো গদ্যকাব্যের প্রধান বৈশিষ্ট্য।

সেই গদ্য হিসাবে দন্ডীর 'দশকুমার চরিতম্ এর মূল্যায়নই আমাদের আলোচ্য। যদিও বানভট্টকে অনেকেই গদ্যকাব্যরচয়িতার শ্রেষ্ঠ শিরোপাটি দান করেন তথাপি দন্ডীর দশকুমার চরিতে গদ্য কবিও গদ্যকাব্য হিসাবে অনেক অভিনবত্ব ও অধিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাওয়া যায়।

বিশেষ করে দন্ডী আখ্যানের মধ্যে যেরূপ রোমাঞ্চ, চমৎকারিত্ব ও গতিদান করেছেন, তা বিরল দৃষ্টান্ত। কবি বাণভট্ট তাঁর কাদম্বরীতে যথেষ্ট পরিমানে মাধুর্য ও চমৎকারিত্ব দান করেছেন কিন্তু আখ্যানভাগকে গৌণ করে বর্ণনাকেই মুখ্য করে তুলেছেন। ফলে আখ্যানভাগ শ্লথগতিতে অগ্রসর হয়েছে।

অপর দিকে দশকুমার চরিত রচয়িতা দন্ডী তাঁর রচনারীতিপ্রয়োগে অত্যন্ত সংযম দেখিয়েছেন। দশকুমার চরিতে কাহিনী সরল, গতিময় ও বর্ণনার বাহুল্য বর্জিত। যদিও দন্ডীই তৎকালীন গদ্যকাব্যের বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করে বলেছেন 'ওজঃ সমাসস্বমেতদ্ গদ্যস্য জীবিতম্' । তথাপি তিনি গদ্যকাব্য রচনা করতে গিয়ে সমাসবাহুল্য পদপ্রয়োগ থেকে অনেকাংশে বিরত থেকেছেন।

দন্ডীর আর একটি বৈশিষ্ট্য— যার দ্বারা দশকুমার চরিত অন্যমাত্রা পেয়েছে, তা হলো শব্দচয়ননৈপুন্য। একই অর্থে তিনি একাধিক শব্দ প্রয়োগে বিশেষ দক্ষ ছিলেন। তারফলে অনুপ্রাস, যমক শ্লেষ-শব্দ অলঙ্কার গুলি তাঁর রচনায় ছত্রে ছত্রে শোভা পায়।

দশকুমার চরিতে দন্ডী গদ্যকাব্যরীতিতে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে প্রকারান্তরে তাঁর রচনাকে বিশেষ মর্যাদার স্থানে উন্নতী করেছেন। দশকুমার চরিতের আখ্যান ভাগটি হয়েছে বর্ণময় অথচ বাহুল্যমুক্ত। সেই সঙ্গে সহজ ভাষা ও বর্ননার সারল্যে ভরপুর। দশকুমার চরিতে দন্ডীর এই রচনারীতি সম্পর্কে winternitz মন্তব্য করেছেন,— In respect of language Daudin show himself as a master of course alternate with simple language of the plain narrator. (H.L.L.)

দশকুমার এক অদ্ভুত রসপ্রধান কাব্য। এখানে চৌর্যবিদ্যা, রমণীহরণ, গুপ্তপ্রণয়,

Scanned by CamScanner

দূতিকাপ্রেরণ, গুপ্তহত্যা, ব্যভিচার প্রভৃতি সমাজের অনেক তমসাবৃত দিক উন্মোচিত হয়েছে। সংস্কৃত সাহিত্যে একমাত্র মৃচ্ছকাটিকম্ নাটক বাদ দিলে সাধারণ মানুষের তথা ভাল মন্দ সর্বস্তরের মানুষের জীবন বৃত্ত একমাত্র দশকুমার চরিতেই প্রতিফলিত হয়েছে।

চরিত্র চিত্রনেও দন্ডী দশকুমার চরিতে অসাধারণ দক্ষতা দেখিয়েছেন। তার ফলে দশকুমার চরিতে প্রতিটি চরিত্র স্বাভাবিক তথা জীবন্ত হয়ে উঠেছে। দশকুমার চরিতে বিষয়বস্তু নির্বাচনও অভিনব। পরবর্তীকালের অ্যাড্‌ভেঞ্চার সাহিত্যের প্রথমপথিকৃৎ দন্ডী তথা দশকুমার চরিত বললে অত্যুক্তি করা হবে না।

সুতরাং সকল দিক দিয়ে বিচার করে জোরের সঙ্গে বলা যায়, 'কথা' বলা হোক আর 'আখ্যায়িকা' বলা হোক মোটকথা দশকুমার চরিত যথার্থ গদ্য কাব্য। এ সম্পর্কে দুজন বিখ্যাত সংস্কৃত সাহিত্যেতিহাসিকের মন্তব্য উদ্ধৃত হলো, — 'The Dasakumar charita is of great interest for cultural history. In particular we get aninsight into the life and activities of inworthy people. rogues, buffoons, thieves, gamblers and hariots. (M.winternitz. H.I. L.)

The Dasakumar charita is an imaginative fiction but it approches in spirit to the picaresque romance of modern Europe, Which gives a lively picture of rakes and great cities. (S.K.De. A History of Sons Lit)

2. Write what you know about any two :

মানসার, অম্বালিকা, অপহারবর্মা, চণ্ডপোত।

মানসার ঃ

মানসার হলেন মালবের পরাক্রান্ত মহারাজ। তিনি একসময় দৈবসহায়ে প্রবল পরাক্রান্ত মগধরাজ রাজহংসকে পরাস্ত করে তাঁর রাজত্ব অধিকার করেন। মানসারের পরাক্রমে দিগ্বিজয়ী রাজা রাজহংসকে মন্ত্রিবর্গ সহ সপরিবারে বিন্ধ্যপর্বতে আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়। তাঁরই কন্যা অবন্তিসুন্দরীকে বিবাহ করেন রাজবাহন।

অম্বালিকা ঃ

অঙ্গরাজ্যের অধিপতি মহামানী সিংহবর্মার কন্যা হলেন অম্বালিকা। অম্বালিকা তাঁর অঙ্গসৌন্দর্যের জন্য রমণীরত্ন নামে পরিচিতা হয়েছিলেন। দুর্বৃত্ত চণ্ডবর্মা অম্বালিকার রূপমাধুর্যে আকৃষ্ট হ'য়ে তাঁকে বিবাহ করার জন্য প্রস্তাব দিলে সিংহবর্মা তা প্রত্যাখ্যান করেন। ফলে চণ্ডবর্মা ক্ষুব্ধ হ'য়ে চম্পা অবরোধ করে অম্বালিকাকে বলপূর্বক বিবাহ করতে চেষ্টা করেন। কিন্তু সেই সময়ে মহাবল অপহার বর্মা চণ্ডবর্মাকে নখরাঘাতে সর্বসমক্ষে হত্যা করেন।

অপহারবর্মা ঃ (প্রশ্নোত্তর অংশে ২৭ নং প্রশ্নোত্তর)

চণ্ডপোত ঃ চণ্ডপোত হ'লো একটি মদমত্তহস্তী। চণ্ডবর্মা এই হাতীটিকে এনেছিলেন এর দ্বারা রাজবাহনকে নৃশংসভাবে হত্যা করার জন্য। কিন্তু দৈবদুর্বিপাকে

Scanned by CamScanner

যখন চণ্ডপোতের নিকট শৃঙ্খলিত রাজবাহনকে উপস্থিত করা হয়েছিল তখনই রাজবাহন শৃঙ্খল মুক্ত হন। পরমহূর্তে তিনি চণ্ডপোতের মাহুতকে ফেলে দিয়ে চণ্ডপোতে আরোহণ করেন এবং চণ্ডপোতকে নিয়েই চণ্ডবর্মার পরিজনকে বিধ্বস্ত করেন।

2004

Q. 1. Distinguish between Katha and Akhyaika and state which between these two does the Daskumar Charita belong to.

Ans. অলংকার শাস্ত্রের মতানুসারে শ্রব্যকাব্যের মধ্যে গদ্যকাব্যকেও সাহিত্যতত্ত্বের একশ্রেণীর আলোচক দু'ভাগে ভাগ করে থাকেন—কথা ও আখ্যায়িকা নামে। এই বিভেদের বিচারে কথা ও আক্যায়িকার মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য আছে। যেমন, আলংকারিক ভামহের মত অনুসারে আখ্যায়িকার (১) নায়ক নিজেই নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করবেন। (২) ভাষা হবে সংস্কৃত (৩) নায়কের বীরত্বের কথা অবশ্যই স্থান পাবে (৪) অধ্যায়ের নাম হবে উচ্ছ্বাস। (৫) মাঝে মাঝে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দে একটি দু'টি শ্লোক থাকবে।

আর কথার — (১) কাহিনী হবে কাল্পনিক। (২) নায়ক ছাড়া অপরে বক্তব্য উপস্থাপিত করবে।

অগ্নিপুরাণেও ভামহ প্রদত্ত লক্ষণের সঙ্গে মিল খুঁজে পাওয়া যায়। তাছাড়া অলংকার সংগ্রহে বলা হয়েছে **'কথা কল্পিতবৃত্তান্তা বা বার্থাখ্যায়িকা মতা।'** অমরকোষে আছে**আখ্যায়িকোপলব্ধার্থা প্রবন্ধা কল্পনা কথা'**।অবশ্য দু'য়ের সংজ্ঞা অনেক ক্ষেত্রেই পরস্পর নির্ভরশীল। এদের মৌলিক পার্থক্য হিসাবে উল্লেখ করা যেতে পারে, 'কথা' জাতীয় রচনা কবির কল্পনাশক্তিনির্ভর। উদাহরণ — কাদম্বরী। আর 'আখ্যায়িকা' হয় ইতিহাসাশ্রয়ী ঘটনা নির্ভর। যথা — হর্ষচরিতম্।

এখন বিচার্য 'দশকুমারচরিত' কথা না আখ্যায়িকা? — কোন পর্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। মুখ্যত স্বয়ং দণ্ডী কথা ও আখ্যায়িকার মধ্যে ভামহাদির মত পার্থক্য স্বীকার করেন না। তিনি বলেন — **'তৎ কথাখ্যায়িকেত্যেকা জাতিঃ সংজ্ঞা দ্বয়াঙ্কিতা'**। আসলে দুটি প্রায় একই ধরণের রচনা, কেবল নামেই ভিন্ন। দশকুমার চরিতে দণ্ডীর এই ভেদ অস্বীকার করার বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়—

(১) এতে কবির বংশবৃত্তান্ত অনুপস্থিত, যা আখ্যায়িকার একটি লক্ষণ বিশেষ।

(২) বর্ণনীয় বিষয়ের দিক থেকে একে আখ্যায়িকা মনে হলেও কাহিনী কোন ও প্রসিদ্ধ কাব্য বা ইতিহাসাশ্রয়ী নয় এবং সবসময় নায়কমুখে ঘটনা বিবৃত হয়নি।

(৩) আখ্যায়িকার নিয়মে অধ্যায় বিভাজনে 'উচ্ছ্বাস' নাম ব্যবহার করা হয়েছে।

(৪) আখ্যায়িকার নিয়মে বক্ত্র বা অপরবক্ত্র ছন্দের ব্যবহার নাই, বরং যে

Scanned by CamScanner

Manikchak College Library

আর্য্যাছন্দের ব্যবহার 'কথা'য় অনুমোদিত — তার ব্যবহার আছে।

সুতরাং যদিও 'দশকুমারচরিত' আখ্যায়িকা নামে অনেকের দ্বারা স্বীকৃত, তথাপি দণ্ডীর মতানুসারে 'দশকুমারচরিত'কে স্বতন্ত্র কোন উপবিভাগের অন্তর্ভুক্ত না করে গদ্যকাব্য রূপে গ্রহণ করাই বাঞ্ছনীয়।

2. Explain :

স্থবিরঃ স রাজা জরাবিলুপ্যমানাবমানচিত্তো দুশ্চরিতদুহিতৃ-পক্ষপাতো যদেব কিঞ্চিৎ প্রলপতি ত্বয়াপি কিং তদনুমত্যা স্থাতব্যম্?

ব্যাখ্যা — আলোচ্য অংশটি আলঙ্কারিক কবি দন্ডি বিরচিত 'দশকুমার চরিতম্' গদ্য কাব্যের মূল অংশের রাজবাহন চরিতম্ প্রথম উচ্ছ্বাস থেকে নেওয়া হয়েছে।

কৈলাস পর্বতে তপস্যারত দর্পসার এণজঙ্ঘের মুখ থেকে চন্ডবর্মাপ্রেরিত অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের মিলন সংক্রান্ত সংবাদ পাওয়ার পর চন্ডবর্মার প্রতি এই আদেশনির্ভর উক্তিটি করেছেন।

ইন্দ্রজালের সাহায্যে রাজবাহনও অবন্তিসুন্দরী মিলিত হয়ে চতুর্দশভুবন সম্পর্কিত সুখালাপের পর উভয়ে ঘুমিয়ে পড়লেন। দুজনেই ঘুমের মধ্যে একটি স্বপ্ন দেখে জেগে উঠেই দেখতে পেলেন যে, রাজবাহনের পা দুটি শিকলে বাঁধা। রাজকন্যা কান্নায় ভেঙ্গে পড়লেন, তার কান্নার শব্দশুনে অন্তঃপুরের সকলে রাজকন্যার ঘরে গিয়ে ঐ দৃশ্য দেখে তৎকালীন প্রভু চন্ডবর্মাকে খবর দিল। চন্ডবর্মা রাগের সঙ্গে এসে দেখেই রাজবাহনকে তার ভায়ের হত্যাকারী পুষ্পোদ্ভবের বন্ধু বলে চিনতে পারল। তখন সে রাগে ও ক্ষোভে অস্থির হয়ে রাজকন্যাকে ভৎর্সনা করতে করতে রাজবাহনকে কঠিন হাতে ধরে টেনে নিয়ে গেল। তার যদিও রাজবাহনকে মেরে ফেলার ইচ্ছা ছিল, কিন্তু মহারাজ ও মহারাণী প্রাণ বিসর্জন দেওয়ার ভয় দেখিয়ে সে কাজ থেকে ক্ষান্ত করলে সে রাজবাহনকে একটি কাঠের খাঁচার মধ্যে আটকে রেখে এণজঙ্ঘ নামক একটি দূতকে দিয়ে কৈলাসে তপস্যারত দর্পসারকে সমস্ত বৃত্তান্ত জানিয়ে তার আদেশের অপেক্ষায় রইল।

দর্পসার তখন সেই দূতের মাধ্যমেই চন্ডবর্মাকে জানাল যে, মহারাজ মানসার এখন বৃদ্ধ হয়ে মান অপমান বোধ হারিয়ে ফেলেছে, তাই সে দুশ্চরিত্রা মেয়ের পক্ষ অবলম্বন করে প্রাণত্যাগ করবে ইত্যাদি প্রলাপ বকছে, কিন্তু চন্ডবর্মা কোন যুক্তিতে অন্তঃপুরের পবিত্রতা নষ্টকারী সেই আততায়ী যুবককে বাঁচিয়ে রেখে ঐ বৃদ্ধের অনুমতি পালন করছে? অর্থাৎ পিতা মানসারের অনুরোধেও ঐ ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখা উচিত নয়। সুতরাং চন্ডবর্মা যেন অবিলম্বে রাজবাহনকে নৃশংসভাবে হত্যা করে—এটাই বক্তার অভিপ্রায়।

Scanned by CamScanner

সংস্কৃতব্যাখ্যা ঃ— মহাকবি দন্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিত মিত্যাখ্যস্য গদ্যকাব্যস্য রাজবাহন চরিতমিতিশীর্ষকাৎ প্রথমোচ্ছ্বাসাদ্ গৃহীতোঽয়মংশঃ।

চন্ডবর্মণা প্রেরিতস্য দূতস্য মুখাদ্ অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনয়োর্গোপিন মিলনবৃত্তান্তং বিজ্ঞানতঃ তপস্যারতস্য দর্পসারস্য চন্ডবর্মানং প্রতি দূতমুখেন প্রেরিতা আদেশ-গর্ভেয়মুক্তিঃ।

অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনয়ো র্গোপন মিলনানন্তরং জন্মন্তরীয়াভিশাপাৎ রজত শৃঙ্খলেন নিগড়িতচরণং রাজবাহনং চন্ডবর্মা মানসারানুরোধেন হন্তুমশক্তঃ সন্ দারুপিঞ্জরে আবদ্ধং কৃত্বা কৈলাসে তপস্যতে দর্পসারায় যদা সর্বংবৃত্তান্তং নিবেদয়ামাস তদা দর্পসারো দূতমুখেন আদিষ্টবান্ স্থবির ইতি।

তিরোহিতং মানবমানচিত্তং আদরানাদরজ্ঞানং যস্য তাদৃশঃ স রাজা মানসারঃ দুশ্চরিতায়া অনার্যশীলায়াঃ কন্যায়াঃ পক্ষপাতী অনুকূল ভূত্বা যদেব কিঞ্চিৎ যস্তস্য মনসি আয়াতি তদেব প্রলপতি অপভাষতে। ত্বয়াপি চন্ডবর্মণা মানাবমান জ্ঞানবতা তস্য প্রলাপস্য অনুমত্যা অনুমোদনেন স্থাতব্যং কিং বর্তিতব্যম্, খলু নৈব বর্তিতব্য মিত্যর্থঃ।

দৈবদুর্বিপাকাদ্ কন্যান্তঃপুরে নিগড়িত চরণং রাজবাহনং ধৃত্বা চন্ডবর্মা তং হন্তুমিয়েষ। অথ মহাদেবীমালবেন্দ্র যদা প্রাণপরিত্যাগোপন্যাসেন প্রাণবধাৎ রাজবাহনং ররক্ষতুঃ, এতৎসর্বং বৃত্তান্তং জ্ঞাত্বা যথার্থনামা দর্পসারশ্চন্ডবর্মানম্ আদিষ্টবান্—ইদানীং মহারাজো মানসারঃ বার্ধকাবশাৎ মানাবমানজ্ঞান রহিতঃ সন্ দুশ্চরিত্রায়াঃ কন্যায়াঃ গর্হিতমপি কর্ম সমর্থয়তি, কন্যান্তপুরদুষকম্ আততায়িনং রক্ষিতুমিচ্ছতি। কিন্তু চন্ডবর্মনা কদাপি বৃদ্ধস্য প্রলাপং শ্রুত্বা ন নিশ্চেষ্টেন বর্তিতব্যম্। শীঘ্রমেব কামোন্মত্তস্য রাজবাহনস্য বিচিত্রবধবার্তা প্রেষণেন আনন্দো জনয়িতব্যঃ।

অতঃ মহাদেবীমালবেন্দ্রয়োঃ প্রার্থনামবধূয় অবিলম্বিতমেব কন্যান্তঃপুরদুষকো রাজবাহনো বধ্য ইত্যাশয়ঃ।

2005

1. Give an account of the suffurings that Rajvahana had to under go after his secret maariage with Avantisundari.

Ans. ২০০২ সালের ২নং প্রশ্নের উত্তরটি লিখতে হবে।

Q 2. Explain :

A. 'স্মর তস্যা হংসগামিনি হংসকথায়াঃ। সহস্বাবাসু মাসদ্বয়ম্'।

Ans. [১৯ পৃষ্ঠায় লিখিত ব্যাখ্যা]

B) ক্ষণে চ তস্মিন্ মুমুচে তদযুগলং রজত শৃঙ্খলম্।

বাংলা ব্যাখ্যা ঃ— মহাকবি দন্ডিবিরচিত দশকুমারচরিতম্ গদ্য কাব্যের মূল অংশের 'রাজবাহন চরিতম্' নামক প্রথমোচ্ছ্বাস হতে আলোচ্য অংশটি গৃহীত?

Scanned by CamScanner

কন্যান্তঃপুর থেকে শৃঙ্খলিত রাজবাহনকে কাঠের খাঁচায় আটকে সঙ্গে নিয়ে চন্ডবর্মা অঙ্গরাজ সিংহবর্মাকে উৎখাত করার উদ্দেশ্যে অঙ্গরাজ যাত্রা করল। সেই সঙ্গে অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনের গোপন মিলনাদি সমস্ত বৃত্তান্ত কৈলাসে তপস্যারত দর্পসারকে দূতের মাধ্যমে জানিয়ে তার আদেশ চাইলে, দর্পসার সেই দূতের মাধ্যমেই জানাল যে মহারাজ বৃদ্ধ হয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে দুশ্চরিত্রা কন্যার দুষ্কর্মকে সমর্থন করে কন্যান্তঃপুরদূষণকারী কামোন্মত্ত রাজবাহনকে বাঁচাতে চাইলেও তা কোনক্রমেই সমর্থন যোগ্য নয়। অবিলম্বে তার নৃশংস হত্যার সংবাদ যেন জানানো হয়।

চন্ডবর্মা প্রভুর আদেশ পাওয়া মাত্র ঘোষণা করল যে, সেদিনের শেষ রাত্রিতে সিংহ বর্মার কন্যারত্না অম্বালিকাকে বিবাহ করে সকালেই চন্ডপোত নামে মত্তহাতীটির খেলনা করে রাজবাহনকে হত্যা করবে। সেই আদেশ মত প্রত্যুষেই চন্ডপোতকে সাজিয়ে রাজবাড়ীর অভিনায় উপস্থিত করে শৃঙ্খলিত রাজবাহনকেও সেখানে আনা হলো। সেই মুহূর্তেই হঠাৎ আপনা থেকে রাজবাহনের পায়ের শিকলটি খুলে গেল অর্থাৎ রাজবাহনের দৈবদুর্বিপাকের অবসান ঘটল। এলতাঁর অভ্যুদয়ের মুহূর্ত। কারণ হলো পূর্বজন্মের রাজবাহন রাজা শাম্ব রূপে মহর্ষির কাছে অপরাধ করে তাঁর অভিশাপবশতঃ এজন্মে দুমাস শৃঙ্খলিত হয়েছিল। এইবার সেই মহর্ষিরই আশীর্বাদে বহুকাল ভার্যার সহিত রাজ্য সুখ ভোগ করবেন—এই ঘটনা তারই সূচনা।

সংস্কৃতব্যাখ্যা মহাকবি দন্ডিবিরচিতস্য দশকুমার চরিতমিত্যাখ্যস্য গদ্যকাব্যস্য রাজবাহন চরিতমিতি শীর্ষকাৎ প্রথমোচ্ছ্বাসাদ গৃহীতোঽয়মংশঃ।

রজতশৃঙ্খলরূপায়াঃ সুরসুন্দর্যাঃ সুরতমঞ্জর্যাঃ শাপবসানকালে তথাচ রাজবাহনস্য পূর্বজন্মপ্রাপ্তাভিশাপাসময়ে যৎসংঘটিতং তদ্ বর্ণয়িতুং কবিনা কথিতমেতদ্ বচনম্।

অবন্তিসুন্দর্যাঃ অন্তঃপুরাদ্ নিগড়িতচরণযুগলং রাজবাহনং ধৃত্বাপি মহাদেবী-মালবেন্দ্রয়োঃ প্রাণপরিত্যাগোপন্যাসাদ্ হন্তুম্ অশক্তঃ দারুপিঞ্জরে আবদ্ধং কৃত্বা রাজবাহনং প্রতি কর্তব্যবিষয়িনীং দর্পসারস্যাজ্ঞাং প্রাপ্তুং কৈলাসে তপস্যতে তস্মৈ সর্বংবৃত্তান্তং দূতমুখেন নিবেদয়ামাস। দর্পসারস্তন্নিশম্য আদিদেশ'...অবিলম্বিতমেব তস্য কামোন্মত্তস্য চিত্রবধবার্তাপ্রেষণেন শ্রবণোৎসবোঽস্মাকং বিধেয়ঃ'। দর্পসারস্য আদেশং প্রাপ্য চন্ডবর্মাপি অনুচরান্ আহ প্রাতরের রাজভবনদ্বারে স চ দুরাত্মা কন্যান্তঃপুরদূষকঃ সন্নিধাপয়িতব্যঃ স চন্ডপোতশ্চ মাতঙ্গ পতিরুচিতকল্পনোপপন্নস্তত্রৈব সমুপস্থাপনীয়ঃ'। তস্যাদেশাৎ যদা পরেদ্যুঃ উষসি রাজপুত্রো রাজবাহনো রাজাঙ্গনং রক্ষিভিরানীতঃ স্ফরিতগণ্ডশ্চন্ডপোতশ্চ উপতস্থে

MANIKCHAK COLLEGE
LIBRARY
Book No./Call No.
ACC. No.

তদৈব যদৃচ্ছয়া যৎ সম্পন্নং তৎ কথয়তি তস্মিন্নিতি। তস্মিন্চ তস্মিন্নেব ক্ষণে মুহূর্তে তদঙ্ঘ্রিযুগলং তচ্চরণদ্বয়ং রাজবাহনস্য পাদৌ ইত্যর্থঃ রজতশৃঙ্খলয়া রৌপ্যদাম্না মুমুচে মুক্তম্।

অতঃ রাজবাহনস্য দৈবদুর্বিপাকঃ অবসিত এব। আগতশ্চ অভ্যুদয়কালঃ। পূর্বজন্মনি প্রাপ্তাভিশাপাৎ মাসদ্বয়ং রাজবাহনেন বন্ধনতাড়নাদিরূপঃ ক্লেশো ভুক্তঃ। অধুনা তস্যৈব মহর্ষেরাশীর্বচনেন বল্লভয়া সহ রাজ্যসুখলাভো ভবেৎ। অনয়া ঘটনয়া সুরসুন্দর্যা সুরতমঞ্জর্যা যথা শাপাবসানং দৃষ্টং তথৈব রাজবাহনস্যাপি। অতঃ অদ্য প্রভৃতি রাজবাহনস্য ভাগ্যোদয়কালঃ সূচিতমিতি।

সংস্কৃত ব্যাখ্যা

দয়িত! তৎপ্রসাদাদ্য ..... পরিচর্যা ফলম্।

মহাকবি দণ্ডিবিরচিতস্য দশকুমার-চরিতকাব্যস্য 'রাজবাহনচরিত' মিতি মূল-অংশস্য প্রথমোচ্ছ্বাসাদ্ গৃহীতোঽয়ং সন্দর্ভঃ।

মানসারদুহিতা রাজবাহনপ্রণয়াভিভূতা অবন্তিসুন্দরী রাজবাহনমুদ্দিশ্য দয়িত ইত্যাদ্যাহ-!

দয়িত! প্রিয়! ত্বৎপ্রসাদাৎ অদ্য অধুনা মে মম মনসি চিত্তে ত্বয়া ভবতা তমোপহঃ ধ্বান্তনাশনঃ জ্ঞানপ্রদীপঃ বোধালোকঃ দত্তঃ প্রজ্বলিত ইত্যর্থঃ। ইদানীম্ অধুনা ত্বৎ পাদপদ্মপরিচর্যাফলম্ তব চরণকমলয়োঃ সেবাফলং পক্কং পরিণতম্ ইত্যর্থঃ।

যতঃ কন্যান্তপুরে রহসি রাজবাহনেন সহ অবন্তিসুন্দরী মিলিতা সতী পাপভয়েন শংকিতা। ততঃ যদা রাজবাহনমুখাৎ পুরাণাদিশাস্ত্রাৎ দেবদেব্যোঃ নরনার্যোশ্চ প্রণয়মূলকং ভুবনবৃত্তান্তং শ্রুত্বা অবন্তিসুন্দরী ভয়ং বিস্মৃত্য আশ্বস্তা আসীৎ তদৈব সা মন্যতে স্ম, তস্যাঃ কৃতার্থতা সঞ্জায়তে। তেন সা এবং কথয়িত্বা রাজবাহনায় কৃতজ্ঞতাং নিবেদয়ামাস ইত্যাশয়ঃ।

সুপ্তয়োস্তু তয়োঃ ..... আকুলীবভূব। ২।

মহাকবি দণ্ডিবিরচিত 'দশকুমারচরিতম্' নাম্নো গদ্যকাব্যস্য 'রাজবাহনচরিত' মিতি মূলঅংশস্য প্রথমোচ্ছ্বাসাদ্ গৃহীতোঽয়মংশঃ।

অত্র অবন্তিসুন্দরীরাজবাহনয়োঃ প্রথমমিলননিশায়াং যদ্দৈবাগতমনিষ্টং সমুপস্থিতং তদেব বর্ণিতং কবিনা।

সুপ্তয়োঃ তু নিদ্রিতয়োঃ পুনঃ তয়োঃ রাজবাহনাবন্তিসুন্দর্যোঃ স্বপ্নে বিসগুণেন মৃণালসূত্রেণ, নিগড়িতপাদঃ শৃঙ্খলিতচরণঃ জরঠঃ জরাজীর্ণঃ কশ্চিৎ অনির্দেশ্য

REDMI NOTE 8
BISWAJIT MAHARA

Scanned by CamScanner

MANIKCHAK COLLEGE
LIBRARY
Book No./Call No.
ACC. No. 1083

কোঽপি জালপাদঃ হংস অদৃশ্যত ঐক্ষত। এবং স্বপ্নং দৃষ্ট্বা উভৌ চ প্রত্যবুধ্যেতাং জাগরিতৌ। অথ অনন্তরং তস্য রাজকুমারস্য রাজপুত্রস্য রাজবাহনস্য চরণযুগলং পাদদ্বয়ং কমলে পদ্মবিষয়ে মূঢ়ঃ জাতভ্রমঃ শশিকিরণরজ্জু দাম নিগৃহীতমিব চন্দ্ররশ্মি তন্তুপাশেন বদ্ধমিব রজতশৃঙ্খলেন রৌপ্যনিগড়েন উপগূঢ়ম্ দৃঢ়বদ্ধম্ বভূব।

অত্র রাজবাহনস্য চরণযুগলং পদ্মভ্রমেণ বৈরতাসম্পাদনার্থং চন্দ্রেণ তস্য কিরণজালেনৈব আবদ্ধমিত্যুৎপ্রেক্ষা।

অপিচাত্রোল্লেখ্যম্, তৌ উভৌ স্বপ্নে তয়োঃ পূর্বজন্মকৃতাম্ অপকৃতিং দৃষ্ট্বা হরি শাপভীতিঃ সঞ্চারিতা। ক্ষণাচ্চ তৌ প্রবুদ্ধৌ। পুনরপি যেন ভয়েন তে প্রবুদ্ধৌ তদেব সংবৃত্তমিত্যাশয়ঃ।

'স্মর তস্যা হংসগামিনি। হংসকথায়াঃ। সহস্ব বাসু মাসদ্বয়ম্।'

মহাকবিদণ্ডিবিরচিতস্য দশকুমারচরিতস্য 'রাজবাহনম্' ইত্যাখ্যস্য গদ্যকাব্যস্য প্রথমোচ্ছ্বাসাদ্ গৃহীতোঽয়মংশঃ।

চণ্ডবর্মণা নীয়মানঃ শৃঙ্খলিতো রাজবাহনঃ প্রাণত্যাগোদ্যতঃ প্রাণপ্রিয়ামবন্তিসুন্দরীং প্রাণধারণার্থমেব আহ।

হে হংসগামিনি। হে মরালগতে! তস্যাঃ জন্মান্তরানুভূতায়াঃ হংসকথায়াঃ হংসদত্তাভিশাপস্য স্মর চিন্তয়।

হে বাসু! বালে! মাসদ্বয়ং সহস্ব দ্বৌ মাসৌ প্রতীক্ষস্ব ইত্যর্থঃ।

রাজবাহনস্য নিগ্রহং দৃষ্ট্বা অপিচ চণ্ডবর্মণা রাজবাহনো নূনমেব ঘাতব্য ইতি নিশ্চিত্য অবন্তিসুন্দরী প্রাণান্ তাক্তুম্ ইয়েষ। তদা স্বভাবগম্ভীরো রাজবাহনঃ পূর্বজন্মবৃত্তান্তং স্মরতিস্ম। পূর্বজন্মনি রাজবাহনঃ শাম্ব ইতি রাজা আসীৎ তস্য পত্নী অবন্তিসুন্দরী তদা যজ্ঞবতী আসীৎ। একদা যজ্ঞবতীসহায়েন শাম্বেন ভ্রমতা পদ্মবনে নিশ্চলঃ একো বৃদ্ধো মরালো মৃণালসূত্রেণ বদ্ধঃ, স মরালঃ যথার্থতঃ একো মুনিঃ স তদা আহ, যতঃ 'নৈষ্ঠিকং মামকারণং রাজ্যগর্বেণাবমানিতবানসি, তদেতৎ পাপফলং রমণী বিরহ সন্তাপমনুভব।' ততঃ কাতরানুনয়েন সন্তোষিতঃ স আহ 'ইহজন্মনি শাপফলা-ভাবো ভবতু, মুহূর্তদ্বয়ং মচ্চরণবন্ধনকারিতয়া চ মাসদ্বয়ং শৃঙ্খলনিগড়িতচরণো-রমণী-বিয়োগবিষাদমনুভূয় পশ্চাদনেককালং বন্ধুভয়া সার্ধং রাজ্যসুখং লভস্ব, জাতিস্মরত্বঞ্চ লভস্ব।'

জাতিস্মরত্বাচ্চ রাজবাহনেন জ্ঞাতং স এব শাম্বঃ যজ্ঞবতী চ অবন্তিসুন্দরী। তস্য বন্ধনং যথা পূর্বনির্দিষ্টং তথা মাসদ্বয়ান্তে মোচনং ততঃ মিলনমপি পূর্ববিহিতম্। অবন্তিসুন্দর্য্যাঃ অপি জাতিস্মরত্বং বিদ্যতে, বিহ্বলতয়া তু তদা আচ্ছন্নমাসীৎ। সে আধুনা সহিষ্ণুতামবলম্ব্য মুনিবাক্যমনুসৃত্য মাসদ্বয়াবসানে পুনর্মিলনং রাজ্যসুখভোগার্থঞ্চ অবন্তিসুন্দর্য্যা প্রাণধারণং কর্তব্যমিত্যভিপ্রায়ঃ।

Scanned by CamScanner

বিগত পাঁচবছরের পরীক্ষার প্রশ্নোত্তর

2001

1. Compare and contrast the Character of Rajvahana and chandravarma as you find your Text Rajvahana

Ans.— মহাকবি দন্ডিবিরচিত দশকুমার চরিতান্তর্গত রাজবাহনচরিতম্ নামক পাঠ্যাংশে রাজবাহন ও চন্ডবর্মার চরিত্র নায়ক ও প্রতিনায়কের চরিত্র রূপে বিচিত্র হয়েছে। পাশাপাশি সহাবস্থানের মত দন্ডীর রাজবাহন চরিতে রাজবাহন ও চন্ডবর্মার অবস্থান পরিলক্ষিত হয়।

রাজবাহন :— মহারাজ রাজহংসের পুত্র রাজবাহন হলেন সর্বগুণান্বিত এক মহান পুরুষ বিশেষ। সমস্ত সদ্‌গুণ তথা শুভশক্তির আধার স্বরূপ রাজবাহন। মহর্ষিবামদেব রাজহংসকে রাজবাহন সম্পর্কে বলেছেন, 'ভূবল্ল ভ ! ভবদীয় মনোরথ ফলমিব সমৃদ্ধলাবণ্যং তারুণ্যং নূতমিত্রো ভবৎপুত্রোঽনুভবতি,' অর্থাৎ আপনার অভিলষিত ফলস্বরূপ মিত্রপ্রিয় পুত্র পরম সৌন্দর্যময় যৌবন অনুভব করছে। এরদ্বারা রাজবাহনের একটি গুণোৎকর্ষ পরিস্ফুট যে, তিনি আবাল্য মিত্রপ্রিয়। মিত্রগুপ্তাদি নজন কুমারের সঙ্গে তাঁর কোনরূপ রক্ত-সম্পর্ক বা আত্মীয়তা সম্পর্ক না থাকলেও সকলের প্রতি তাঁর সৌহার্দ্যই সকলকে তাঁর বশীভূত করেছিল। বামদেব তাঁর সম্পর্কে আর একটি কথা বলেছেন, 'সকলক্লেশ সহঃ অর্থাৎ সমস্ত প্রকার কষ্টসহিষ্ণু। রাজবাহনের এই কষ্টসহিষ্ণুতার পরিচয় পাওয়া যায় তাঁর বন্দীদশা কালে।

রাজবাহন যেমন উদার, কষ্টসহিষ্ণু তেমনই ছিলেন ধৈর্যশীল। তাঁর ধীরতার ফলেই তাঁর শরীরে এক দিব্য প্রভাবের সৃষ্টি হয়েছিল। তাঁর ধীরতার প্রকৃষ্ট উদাহরণ মেলে যখন তিনি পূর্বজন্মের অভিশাপের ফলে শৃঙ্খলিত হয়ে শত্রুর আয়ত্তীভূত হয়েছিলেন, তখন অবন্তিসুন্দরীসহ সমস্ত অন্তঃপুরিকারা কিংকর্তব্যবিমূঢ়া হয়ে অস্থির ভাবে কাঁদতে থাকলেও তিনি 'স্বাভাবধীর সর্বপৌরুষভূমিঃ সহিষ্ণুতৈক প্রতিক্রিয়াং দেবীমেব তামাপদমবধার্য "স্মর তস্যা হংসগামিনি হংসকথায়াঃ সহস্ববাসু মাসদ্বয়ম্"— ইতি প্রাণ পরিত্যাগিনীং প্রাণসমাং সমাশ্বাস্যারিবশ্যতামযাসীৎ'— স্বভাবশান্ত সকল পৌরুষের আধার রাজকুমার ঐ দৈববিপদের প্রতিকার একমাত্র সহিষ্ণুতা নিশ্চয় করে 'মরালগামিনি বালিকে ! সেই হাঁসের কাহিনী মনে কর, দুমাস বিরহদুঃখ সহ্য কর' বলে প্রাণত্যাগোদ্যতা প্রাণপ্রিয়া পত্নীকে আশ্বাস দিয়ে নিজে শত্রুর বশ্যতা স্বীকার করে নিলেন। এভাবে পরম কষ্টসহিষ্ণুতা ও অসীম ধৈর্যশীলতায় সকল প্রতিকূলতাকে জয় করে রাজবাহন অভীষ্টলাভে কৃতকার্য হয়েছেন।

Scanned by CamScanner